Amar ek bochorer jonmo diney maa-ke chithi – 14 january 2015

Ma, aaj amar ek bochorer jonmodin chilo. Khub dhumdham kore tumi-baba-dadu-pisi-hasimasi sobai…

আমার একবছরের জন্মদিনে মাকে চিঠি - ১৪ জানুয়ারি ২০১৫

মা, আজ আমার এক বছরের জন্মদিন ছিল। খুব ধুমধাম করে তুমি-বাবা-দাদু-পিসি-হাসিমাসি সবাই মিলে খুশি মনে সবাইকে আপ্যায়নের আয়োজন করেছিলে। সকালে আমাকে কতো আদর করেছ। তোমরা সবাই কত খুশি ছিলে সারাদিন।

বাবা আর দাদু দুদিন ধরে প্যান্ডেল বাঁধার তদারকি করেছে। তুমি ঘরের দিকটা সামলেছ। আর হাসিমাসি আমাকে।

সন্ধ্যেবেলা বহু মানুষের ঢল নেমেছিল আমাদের ক্লাব হাউসে। চেনা মানুষদেরও চিনতে পারছিলাম না। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। অল্প কিছু বাচ্চা ছিল। আমাকে দিয়ে কেক কাটার আয়োজন ছিল। কেকের মাঝখানে দপদপ করছিল একটা মোমবাতি। আমি আগুন ধরতে আঙুল বাড়িয়ে দিলাম। সবাই হৈহৈ করে উঠল। আমার আর আগুন ছুঁয়ে দেখা হল না! কনফেটি ঝড়ে পড়ল।

বড়োদের ভিড়ই বেশী ছিল। ঘরটা সুন্দর করে চীনা কায়দায় গোল টেবিল দিয়ে সাজান হয়েছিল। প্রতিটিতে নটা করে চেয়ার। চীনারা নাকি নয় সংখ্যাটাকে মাঙ্গলিক বলে বিশ্বাস করে। অনেকে রীতিমতো গোলটেবিলে বসে গোলটেবিল করছিল। সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া তো ছিলই। ভেজ বল্স, কফি, কড়াইশুটির কচুরি, ছোলার ডাল, আলুর তরকারি, পোলাও, মুরগি, মাটন্, চাটনি, পাপড় গরম গরম জিলিপি আর রোস্টেড রসগোল্লা। শেষে পানও ছিল।

কেউ কেউ বড়ো বড়ো বাক্সো এনেছিল। জানি না তার মধ্যে কি ছিল কিন্তু রঙিন কাগজের মোড়ক দেখে সব টেনে খুলে দেখতে ইচ্ছা করছিল। যা বুঝলাম আমার জন্যেই আনা হয়েছে কিন্তু আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে – পাছে আমি নষ্ট করে ফেলি… তাতে আমার তেমন কিছু এসে যায় নি। এত অচেনার ভিড়ে দমবন্ধ লাগছিল। এমন সময় পেরিয়াম্মা এল তার আধখানা হাসি নিয়ে। আমার চিনতে ভুল হয়নি তাকে। তার মাথার টুপিটা নিয়ে নিলাম। আবার ফেলেও দিলাম। পেরিয়াম্মা অন্যদের থেকে একদম আলাদা তাই তাকে চিনতে ভুল হবার উপায় নেই। সে আমার কানে কানে বলল ‘তোর ওপর কী অত্যাচারটাই না হচ্ছে! কোথায় শুধু বাচ্চাদের নিয়ে খেলা হবে… কিন্তু তা হবার নয়।’

আচ্ছা মা, তোমরা এত আয়োজন করলে কিন্তু আমার ইচ্ছাটা যে অন্যরকম ছিল। আমাকে সকালবেলা কোন শিশুভবনে বা বাচ্চাদের আশ্রমে নিয়ে গেলে না কেন! ওদের সঙ্গেই না হয় খেলাধুলো করে সকালের খাওয়াটা সারতাম। ওরাও একটু ভালমন্দ খেত। সেখানে মাটিতে চাদর বিছিয়ে আমরা কেক মাখামাখি করতে পারতাম। যতখুশি মুখে-হাতে-গায়ে মেখে সবাই মিলে আনন্দ করতাম…

একথাটা তোমার মনে আসেনি হয়ত। না হলে তুমি তাই করতে। সেও আমি জানি। তাছাড়া ক্ষীণ ইচ্ছা থাকলেও তোমার সে কথা অন্যরা কি বুঝত? না মেনে নিত? এমনটাই হয় মা। এমনটাই হয়। আমি যেমন ইচ্ছা থাকলেও মোমবাতির আগুন ধরতে পারলাম না, আমারই জন্মদিনের কেকে আমি হাত দিতে পারলাম না, আমাকে দেওয়া উপহার আমিই ছুঁতে পারলাম না… এমনি করেই সময়ের ওপর সময় চাপিয়ে আমি জন্মদিন গুনবো। আর একটু একটু করে শিখব কোন্টা ধরবো আর কোন্টা…
কিন্তু মা, তুমি তো মা। তুমি তো পারো তোমার জন্মদিনটা *তোমার* মতো করে বেছে নিতে!!!

- স্বতন্ত্র ভাবনা

© আরকেড ইনফোটেক ২০১৫